শোভা সিং অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

বনাম

আইনি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শশী মোহন কাপুর (মৃত)

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫৫৩৪)

১৫ই জুলাই, ২০১৯

[আভায় মনোহর সাপ্রে এবং দীনেশ মহেশ্বরী, বিচারপতিদ্বয়]

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮--আদেশ XX, বিধি ৬, ৬৪ এবং ৭, আদেশ ২১, বিধি ২, ১১ (২) এবং (৩) এবং আদেশ XXIII, বিধি ৩ এবং ধারা ৩৫-ক, ১৫১--আপিলকারী বাড়িওয়ালা হলেন ডিক্রি ধারক এবং উত্তরদাতা হলেন রায় দেনাদার--আপিলকারী মামলার বাড়িটি মূল উত্তরদাতার বাবার নামে ভাড়া দিয়েছেন--আপিলকারী ২০০৯ সালে মামলার বাড়ি থেকে উচ্ছেদের জন্য উত্তরদাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন--উত্তরদাতা বিষয়টি নিয়ে আপস করেছেন - উক্ত আপস অনুসারে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে--উত্তরদাতা মামলা ঘর খালি করার জন্য সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছেন--অনুমোদিত--মামলা ঘর খালি করার জন্য আরও সময় চেয়ে উত্তরদাতা আরেকটি আবেদন দাখিল করেছেন--খারিজ করা হয়েছে--উত্তরদাতা মামলাকৃত ঘর খালি করতে ব্যর্থ হয়েছেন--মামলার বাড়ির খালি দখল পাওয়ার জন্য ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশ কার্যকর করার জন্য আপিলকারী নির্বাহীর আবেদন দাখিল করেছেন--রায়ের দেনাদার বর্তমান উত্তরদাতাকে মূল ভাড়াটেদের আইনি প্রতিনিধি হিসেবে রেখে মারা গেছেন--সম্মতি আদেশের কার্যকরীকরণকে বাতিল এবং বাতিল বলে বিরোধিতা করে উত্তরদাতা চারটি আবেদন দাখিল করেছেন--৫ লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করে নির্বাহী আদালত কর্তৃক খারিজ--উত্তরদাতা কর্তৃক দায়ের করা প্রথম আপিল--হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত--স্থির হয়েছেঃ হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তে ঠিক ছিল না যে, আনুষ্ঠানিক ডিক্রি জারি না হওয়া বা/এবং দাখিল না হওয়া সত্ত্বেও, আপিলকারীর ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশের ভিত্তিতে নির্বাহীর আবেদন দায়ের করার কোনও অধিকার নেই--আদেশ XX-এর নিয়ম ৬ক (২) এর নীতি, যা রায়ের সাথে ডিক্রির অনুলিপি সংযুক্ত না করে আপিল দায়ের এবং ডিক্রি না লেখার ফলাফল প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করে, আদেশ XXI, নিয়ম ২-এর অধীনে নির্বাহীর আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে--আদালত ডিক্রিধারককে ডিক্রির প্রত্যয়িত লিপি দাখিল করার নির্দেশ না দিলে, নির্বাহীর আবেদনের সাথে ডিক্রির অনুলিপি দাখিল করার প্রয়োজন নেই--সুতরাং, যদিও আপিলকারী আদালত কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ার কারণে নির্বাহীর আবেদনের সাথে ডিক্রির প্রত্যয়িত লিপি দাখিল করেননি, তবুও আপিলকারীর দায়ের করা নির্বাহীর আবেদন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল--

আরও, উত্তরদাতার দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত আপত্তিগুলি তুচ্ছ ছিল এবং কেবল আপোষ ডিক্রি কার্যকর করা এড়ানোর লক্ষ্যে উত্থাপিত হয়েছিল--উত্তরদাতা মামলা ঘর খালি করার জন্য দুবার সময় নিয়েছিলেন এবং তবুও প্রদত্ত অঙ্গীকার পালন করেননি--এই ধরনের আচরণ সমর্থনযোগ্য নয় এবং নিন্দনীয়--উত্তরদাতার আবেদনে উত্থাপিত আপত্তি খারিজ করে কার্যকরী আদালত সঠিক ছিলেন--নির্বাহী আদালতের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই--তবে, ৫ লক্ষ টাকার খরচ অতিরিক্ত--আপিলকারীকে ৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণমূলক খরচ দিতে হবে উত্তরদাতাকে--জারি করা আরও নির্দেশাবলী--ডিক্রি।

শব্দ ও অভিব্যক্তি--"এবং তদনুসারে একটি ডিক্রি পাস করবেন"--এর অর্থ--আলোচনা করা হয়েছে--দেওানি কার্যবিধি, ১৯০৮--আদেশ XXIII, বিধি ৩।

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮--আদেশ XX, বিধি ৬ক (২)--ডিক্রিটির প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল না করা, কারণ ডিক্রিটি কার্যকর করার আবেদনের সাথে আদালত দ্বারা পাস করা হয়নি--এর প্রভাব--স্থির হয়েছেঃ ডিক্রিটি পাস না হওয়া সত্ত্বেও, আদেশ XX, বিধি ৬ক(২) এ উল্লেখিত নীতি অনুসারে, ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশটি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক ডিক্রিটি প্রকৃতভাবে পাস হওয়ার তারিখ পর্যন্ত একটি ডিক্রির প্রভাব রাখে।

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮--ধারা ১৫২--এর অধীনে ক্ষমতা আহ্বানের শর্তাবলী--আলোচিত।

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮--আদেশ XX, বিধি ১৬৪-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ১৫১--স্থির হয়েছেঃ বর্তমান মামলায়, যে আদালত মামলাটি নিষ্পত্তি করেছে, সেই আদালত ডিক্রিটি নেয়নি, বরং শুধুমাত্র সম্মতি আদেশটি পাস করেছে--এই ক্ষেত্রে, ডিক্রিধারককে ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশ অনুসারে ডিক্রি জারির জন্য আদালতে আদেশ XX, বিধি ৬ক-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ১৫১-এর অধীনে আবেদন করতে হয়েছিল।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করেছেঃ ১.১) উচ্চ আদালত এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না যে, একটি আনুষ্ঠানিক ডিক্রি টানা বা/এবং দায়ের না করার অভাবে, ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশের ভিত্তিতে আপিলকারীর (ডিক্রিধারক) নির্বাহীর আবেদন দাখিল করার কোনও অধিকার ছিল না।

একটি হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত আইনত টেকসই নয়।

১.২) বিধির আদেশ ২০, বিধি ৬ ডিক্রির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে এবং বলে যে ডিক্রিটি রায়ের সাথে একমত হবে, এতে মামলার সংখ্যা, পক্ষগুলির নাম এবং বিবরণ, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানা এবং দাবির বিবরণ, মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ত্রাণ বা মামলায় গৃহীত অন্য কোনও সিদ্ধান্ত, মামলায় ব্যয়ের পরিমাণ এবং কার দ্বারা বা কোন সম্পত্তি থেকে এবং কত অনুপাতে, খরচ পরিশোধ করতে হবে তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিধি ৬ক ডিক্রি তৈরির সাথে সম্পর্কিত। এতে বলা হয়েছে যে, যত দ্রুত সম্ভব এবং যেকোনো ক্ষেত্রে, রায় ঘোষণার তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে ডিক্রিটি তৈরি করা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে। বিধির আদেশ ২০ এর নিয়ম ৬ক (২) বলে যে ডিক্রির অনুলিপি দাখিল না করেই ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যেতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক পক্ষকে উপলব্ধ করা অনুলিপি আদেশ ৪১ এর নিয়ম ১ এর উদ্দেশ্যে ডিক্রি হিসেবে গণ্য হবে, তবে ডিক্রি জারি হওয়ার সাথে সাথেই, রায় কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ডিক্রির প্রভাব বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও বিধির আদেশ ২০ এর নিয়ম ৬ক (২) রায়ের সাথে ডিক্রির অনুলিপি সংযুক্ত না করে আপিল দায়েরের সাথে সম্পর্কিত এবং এখনও ডিক্রি না তৈরির পরিণতি সম্পর্কে আরও তথ্য প্রদান করে, বিধি ৬ক (২) এ উল্লেখিত নীতিটি বিধির আদেশ ২১ এর নিয়ম ২ এর অধীনে নির্বাহীর আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। আদেশ ২০ এর নিয়ম ৭ ডিক্রির তারিখ সম্পর্কে আলোচনা করে। এতে বলা হয়েছে যে ডিক্রিতে সেই তারিখ উল্লেখ থাকবে যেদিন রায় ঘোষণা করা হয়েছিল এবং যখন বিচারক নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন যে রায় অনুসারে ডিক্রিটি তৈরি করা হয়েছে, তখন তিনি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করবেন।

১.৩) বিধির আদেশ ২১ বিধি ১১(২), যা ডিক্রি কার্যকর করার সাথে সম্পর্কিত, তাতে বলা হয়েছে যে ডিক্রিধারককে কেবল রায় এবং ডিক্রির বিবরণ কার্যকর করার আবেদনে অন্যান্য বিবরণের সাথে দিতে হবে [ধারা (ক) থেকে (ঞ) পর্যন্ত দেখুন। একইভাবে, বিধির আদেশ ২১ বিধি ১১(৩) স্পষ্ট করে যে আদালত ডিক্রিধারককে ডিক্রির একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি উপস্থাপন করতে "বলতে" পারে।

এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, আদালত ডিক্রিধারককে ডিক্রির একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করার নির্দেশ না দিলে, নির্বাহীর আবেদনের সাথে ডিক্রির একটি অনুলিপি দাখিল করার প্রয়োজন নেই। যখন ডিক্রিধারক কোনও ডিক্রি কার্যকর করার জন্য আবেদন করেন, তখন তাকে তিনটি বিষয় মেনে চলা নিশ্চিত করতে হয়। প্রথমত, বিধির আদেশ ২১ বিধি ১০ এবং ১১ (২) এর অধীনে দাখিল করা লিখিত আবেদনটি আবেদনকারী অথবা মামলার তথ্য সম্পর্কে অবগত যেকোনো ব্যক্তির দ্বারা আদালতের সন্তুষ্টির জন্য যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং যাচাই করা আবশ্যক; দ্বিতীয়ত, বিধির বিধি ১১(২) এর প্রকরণ (ক) থেকে (ঞ) পর্যন্ত উল্লেখিত বিবরণ আবেদনে থাকতে হবে, যার মধ্যে রায়ের তারিখ এবং ডিক্রির উল্লেখ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; এবং তৃতীয়ত, ডিক্রির প্রত্যয়িত লিপি দাখিল করা, যদি আদালত ডিক্রিধারককে বিধির আদেশ ২১ বিধি ১১(৩) এর অধীনে এটি দাখিল করতে বলে। আপিলকারীর মতে, ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশটি নিজেই বিধির ধারা ৩৬ অনুসারে কার্যকর হতে সক্ষম এবং তাই, হাইকোর্টের ডিক্রিটি জারি করা প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক ছিল না। একাধিক কারণে যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়।

১.৪) প্রথমত, বিধির আদেশ ২৩ বিধি ৩-এর ভাষা আবেদনকারীর দ্বারা অনুরোধ করা প্রকৃতির কোনও আদেশ পাস করাকে স্বীকার করে না; দ্বিতীয়ত, বিধির আদেশ ২৩ বিধি ৩-এ ঘটে যাওয়া "আদালত এই ধরনের চুক্তির আদেশ দেবে, প্রতিশ্রুতি বা সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করার জন্য এবং সেই অনুযায়ী একটি ডিক্রি পাস করবে" অভিব্যক্তিটি স্পষ্ট ভাষায় পরামর্শ দেয় যে সমঝোতা রেকর্ড করার পরে সেই অনুযায়ী আরও একটি ডিক্রি পাস করা প্রয়োজন। অন্য কথায়, অভিব্যক্তিটি "এবং সেই অনুযায়ী একটি ডিক্রি পাস করবে" একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত যে আদালত কর্তৃক আপোষ নথিভুক্ত করার পরে, এটি "একটি ডিক্রি পাস" করতে এগিয়ে যাবে। সুতরাং, নিয়মটি বিবেচনা করে, প্রথমে আপোষ নথিভুক্ত করার আদেশ এবং তারপরে একই সাথে আদেশ অনুসারে একটি ডিক্রি পাস করা। বিধির আদেশ ২৩ বিধি ৩-এর স্পষ্ট ভাষার আলোকে, আবেদনকারীর জমা দেওয়া গ্রহণ করা সম্ভব নয় যে তারিখের আদেশটি নিজেই একটি ডিক্রি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তাই, আদালতের পক্ষে একটি ডিক্রি পাস করার প্রয়োজন হয় না। যদি এটি অভিপ্রায় হত, তবে আইনসভা বিধির আদেশ ২৩ বিধি ৩-এ "অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করত না এবং সেই অনুসারে একটি ডিক্রি পাস করত।

১.৫) কার্যনির্বাহী আদালত তাঁর আবেদনে উত্তরদাতার উত্থাপিত আপত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল এবং তাই, কার্যনির্বাহী আদালতের সেই অনুসন্ধানগুলিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও উপযুক্ত ভিত্তি খুঁজে পায়নি। উত্তরদাতার উত্থাপিত সমস্ত আপত্তিগুলি তুচ্ছ ছিল এবং কেবল আপোষ ডিক্রি কার্যকর করা এড়ানোর লক্ষ্যে উত্থাপিত হয়েছিল। উত্তরদাতার উত্থাপিত আপত্তির কোনওটিই সম্মতি আদেশ পাস হওয়ার পরে নেওয়া যেত না। কোনও ক্ষেত্রেই, উত্তরদাতার উত্থাপিত আপত্তির কোনওটিই যোগ্যতার ভিত্তিতে ছিল না এবং তাই কার্যনির্বাহী আদালত যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। উত্তরদাতা মামলা ঘর খালি করার জন্য দু 'বার সময় নিয়েছিল এবং তবুও প্রদত্ত অঙ্গীকার মেনে চলেনি, এই আদালত উত্তরদাতার এই ধরনের আচরণকে সমর্থন করতে পারে না। এটি নিন্দনীয়।

১.৬) যদিও আপিলকারী নির্বাহীর আবেদনের সাথে ডিক্রিটির প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করেননি কারণ এটি আদালত কর্তৃক পাস করা হয়নি, তবুও আপিলকারীর দ্বারা দায়ের করা নির্বাহীর আবেদনটি রক্ষণযোগ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে, যতক্ষণ না আনুষ্ঠানিক ডিক্রি পাস করা হয়, ততক্ষণ বিধির আদেশ ২০ বিধি ৬ক (২) অনুসারে ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশটি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ডিক্রি হিসাবে বিবেচিত হবে। অন্য কথায়, ডিক্রিটি পাস না হওয়া সত্ত্বেও, বিধির আদেশ ২০ বিধি ৬ক (২)-তে বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে, ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশটি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক ডিক্রিটি প্রকৃত পাসের তারিখ পর্যন্ত একটি ডিক্রি কার্যকর ছিল। এটি কার্যকরকারী আদালতকে নির্বাহীর আবেদন গ্রহণ করার এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে উত্তরদাতার উত্থাপিত আপত্তিগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

১.৭) অধিকন্তু, যদিও উচ্চ আদালত আপিলকারীকে ডিক্রি আঁকার জন্য আদালতে আবেদন করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল, কিন্তু বিধির ১৫২ ধারার অধীনে আবেদন করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না। বিধির ১৫২ ধারা রায়, ডিক্রি বা আদেশের সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত। এতে বলা হয়েছে যে কোনও দুর্ঘটনাজনিত স্লিপ বা বাদ দেওয়া থেকে রায়, ডিক্রি বা আদেশে কোনও কেরানি বা গাণিতিক ভুল বা ত্রুটি যে কোনও সময় আদালত তার নিজস্ব প্রস্তাব বা যে কোনও পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে সংশোধন করতে পারে। আদেশ ২০ এর বিধি ৩ এও বলা হয়েছে যে রায় ১৫২ ধারার অধীনে অথবা পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন বা সংযোজন করা যেতে পারে।

বিধির ধারা ১৫২-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অবশ্যই দুটি শর্ত উপস্থিত থাকতে হবে। প্রথমত, একটি রায় বা ডিক্রি বা একটি আদেশ থাকতে হবে, যা মামলা হিসাবে হতে পারে, এবং দ্বিতীয়ত, রায় বা ডিক্রি বা আদেশ, যা ক্ষেত্রে হতে পারে, তার সংশোধনের জন্য কোনও কেরানি বা গাণিতিক ত্রুটি থাকতে হবে। অন্যান্য শব্দের মধ্যে, বিধির ধারা ১৫২ বিবেচনা করে যে আদালত রায়, ডিক্রি বা আদেশ পাস করেছে এবং এতে কেরানি বা গাণিতিক ত্রুটি রয়েছে। এই জাতীয় রায়, ডিক্রি বা আদেশের যে কোনও পক্ষের, যে কোনও ক্ষেত্রে, বিধির ১৫২ ধারার অধীনে যে কোনও সময় সংশ্লিষ্ট আদালতে কোনও গাণিতিক বা/এবং কেরানির ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবেদন করার অধিকার রয়েছে।

১.৮) বর্তমানে যে আদালত মামলাটি নিষ্পত্তি করেছে, সেই আদালত ডিক্রি দেয়নি, বরং কেবল আদেশটি পাস করেছে। এই পরিস্থিতিতে, ডিক্রিধারককে ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশ অনুসারে ডিক্রি জারির জন্য বিধির আদেশ ২০ বিধি ৬ক এর সাথে পঠিত ধারা ১৫১-এর অধীনে আদালতে আবেদন করতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ০১.০৬.২০১৮-এর আদেশের শেষ প্যারায় বলা হয়েছে যে আদালত ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। অতএব, এই পরিস্থিতিতে আদালতের পক্ষে একই দিনে বা যে কোনও ক্ষেত্রে আদেশ ২০ বিধি ৬ক-তে প্রদত্ত ১৫ দিনের মধ্যে একই সময়ে একটি ডিক্রি আঁকা উচিত ছিল। এটি একটি পদ্ধতিগত বিষয়, যদিও এটি করা হয়নি, তবুও নির্বাহীর আবেদন দায়ের করার পরে একটি ডিক্রি আঁকার জন্য আপীলকারী (ডিক্রি ধারক)-এর অনুরোধে আদালত দ্বারা একই কাজ করা যেতে পারে।

১.৯) যদিও দেখা গেছে যে এটি খরচ আরোপের জন্য একটি উপযুক্ত মামলা কিন্তু ৫ লক্ষ টাকা খরচ অত্যধিক। মামলার সমস্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে, বিধির ৩৫-ক আইনের অধীনে উত্তরদাতার উপর ৫০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ খরচ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত এবং যথাযথ।

১.১০) হাই কোর্ট এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না যে নির্বাহীর আবেদনটি নিজেই রক্ষণযোগ্য নয়। যদিও হাইকোর্ট আপিলকারীকে ডিক্রি তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করার নির্দেশ দিয়ে সঠিক ছিল কিন্তু হাইকোর্ট আপিলকারীকে বিধির ১৫২ ধারার অধীনে এটি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়ে সঠিক ছিল না।

আপিলকারীর দায়ের করা নির্বাহীর আবেদনটি রক্ষণযোগ্য এবং তাই, উপরে উল্লিখিত দুটি পরিবর্তন ব্যতীত উত্তরদাতার উত্থাপিত আপত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করে কার্যনির্বাহী আদালত যথাযথভাবে অনুমতি দিয়েছিল। আপিলকারীকে এতদ্বারা বিধির আদেশ ২০, বিধি ৬(ক) সহ পঠিত ধারা ১৫১-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করার জন্য দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া হচ্ছে, যাতে তিনি বিধির আদেশ ২৩, বিধি ৩ এর অধীনে প্রদত্ত ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশ অনুসারে একটি ডিক্রি জারি করার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। এই মামলার অদ্ভুত পরিস্থিতিতে, এটি আশা করা হয় যে সংশ্লিষ্ট আদালত কোনও বিলম্ব ছাড়াই এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, আপিলকারীর দ্বারা আবেদনটি সরানোর এক সপ্তাহের মধ্যে ডিক্রিটি পাস করবে এবং আঁকবে। ডিক্রিটি পাস করার এবং আঁকার এই জাতীয় কাজটি আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির হওয়ায় কোনও আদালত এই বিষয়ে কোনও আপত্তি বা বিরোধ গ্রহণ করবে না।একবার ডিক্রি তৈরি হয়ে গেলে এবং আদেশ ২১ বিধি ১১ (২) (গ)-এর অধীনে প্রদত্ত কার্যকর আবেদনে এর বিশদ বিবরণ নির্দিষ্ট হয়ে গেলে এবং আদালতের প্রয়োজন হলে আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করা হলে, বিধির আদেশ ২১ বিধি ১১ (৩)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যয়ের পরিমাণ প্রদানের বিষয়ে উপরের সংশোধন সহ নির্বাহী আদালতের ২২/১০/২০১৮ তারিখের আদেশটি উত্তরদাতার বিরুদ্ধে কার্যকর করা হবে। তবে, আবেদনকারীকে মামলা দায়েরের তারিখ পর্যন্ত ভাড়ার সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করার পরে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পরে মামলা ঘর খালি করার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত এক মাসের সময় মঞ্জুর করে।

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ৫৫৩৪ নং দেওয়ানি আপিল।

নির্বাহী প্রথম আপিল নং এক্স-এফ এ/৪২/২০১৮-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের ৩১.১০.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

হুজেফা আহমাদি, প্রবীণ আইনজীবী, এস. সান্তানাম স্বামীনাথন, আনন্দ সিং, সুশ্রী নিষ্ঠা খুরানা, কার্তিক মালহোত্রা, শ্রীমতী আরতি রাজন, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

সুশ্রী ঐশ্বর্য ভাটি, প্রবীণ আইনজীবী, সুশ্রী সুরুচি মিত্তল, করণ কাপুর, অভিষেক গৌতম, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি অভয় মনোহর সাপ্রে, বিচারপতি দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১) অনুমতি মঞ্জুর করেছেন।

২) এই আপিলটি ৩১.১০.২০১৮ তারিখের দিল্লির হাইকোর্ট কর্তৃক ২০১৮ সালের এক্সএফএ নং ৪২-এ প্রদত্ত চূড়ান্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যেখানে হাইকোর্ট এখানে উত্তরদাতার দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করেছে এবং ২০১৬ সালের ৫৬৫৫ নং কার্যকরকরণ নং, নতুন দিল্লি জেলা, নতুন দিল্লির এডিজে-০২ এবং ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ২২.১০.২০১৮ তারিখের আদেশ বাতিল করেছে।

৩) এই আপিলের নিষ্পত্তির জন্য নীচে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, যার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় রয়েছে।

৪) আপিলকারী হলেন বাদী/ডিক্রি ধারক এবং উত্তরদাতা হলেন উত্তরদাতা/রায় দেনাদার।

৫) এই বিরোধটি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এবং এটি ০১.০৬.২০১২ তারিখে নিষ্পত্তি হওয়া দেওয়ানি মামলা নং ৩৬৯/২০০৯ (নতুন নং ৬৭৫/২০০৯) থেকে উদ্ভূত।

৬) আপিলকারী নতুন দিল্লির সুজন সিং পার্কে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাট-জি-৮১, দ্বিতীয় তলা এবং একটি সার্ভেন্ট কোয়ার্টার জে-৩-৬২, তৃতীয় তলার (এরপর থেকে "মামলাকৃত বাড়ি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বাড়িওয়ালা।

৭) আপিলকারী মামলার বাড়িটি মূল উত্তরদাতার পিতা - প্রয়াত শ্রী আরএল কাপুরকে ১৯৫৯ সালেই ইজারা দিয়েছিলেন। তবে, আপিলকারী ২১.১২.২০০৪ তারিখে শ্রী আরএল কাপুরকে ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভাড়াটিয়া নির্ধারণ করেছিলেন। শ্রী আরএল কাপুর ১৩.০৭.২০০৭ তারিখে মারা যান এবং বিবাদীকে তার আইনি প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান।

৮) আপীলকারী উত্তরদাতাকে ১৬.০১.২০০৯ তারিখের আরেকটি ছাড়পত্রের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন এবং তাকে মামলা ঘর খালি করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যেহেতু উত্তরদাতা মামলাকৃত ঘর খালি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাই আপিলকারীকে ২০০৯ সালে মামলা ঘর থেকে উচ্ছেদ এবং মেসনে লাভের জন্য এডিজে আদালতে উত্তরদাতার বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা (পুরাতন নং ৩৬৯/২০০৯ নতুন নং ৬৭৫/২০০৯) দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

৯) মোকদ্দমায় হাজির হওয়ার পরে, উত্তরদাতা এটির বিরোধিতা করেননি এবং আবেদনকারীর সাথে বিষয়টি আপোষ করেন। এটি সম্মত হয়েছিল যে উত্তরদাতা (ভাড়াটিয়া) ৩১.০৫.২০১৬-এ বা তার আগে মামলা বাড়ির খালি দখল আপিলকারীর হাতে তুলে দেবেন;

দ্বিতীয়ত, উত্তরাদতাকে ০১.০৬.২০১২ থেকে আপিলকারীর কাছে মামলা ঘর হস্তান্তরের তারিখ পর্যন্ত প্রতি মাসে ব্যবহারকারীর চার্জ বাবদ ৫,০০০ টাকা দিতে হবে; এবং তৃতীয়ত, উত্তরদাতা মামলাকৃত বাড়িতে কোনও তৃতীয় পক্ষের অধিকার সাবলেট বা তৈরি করবে না।

১০) বিচার আদালত পক্ষগুলির বিবৃতি নথিভুক্ত করে এবং সেই অনুযায়ী তার ০১.০৬.২০১২ তারিখের রায় দ্বারা পূর্বোক্ত আপোষের পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করে যা নিম্নরূপঃ

"বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধটি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এটা সম্মত হয়েছে যে উত্তরদাতা মামলাকৃত সম্পত্তি, অর্থাৎ, ফ্ল্যাট নং জি-৮১, দ্বিতীয় তলা এবং সার্ভেন্ট কোয়ার্টার নং জে-৩-৬২, তৃতীয় তলা, সুজন সিং পার্ক, নয়াদিল্লির খালি এবং শান্তিপূর্ণ দখল, যা ইতিমধ্যেই প্রসারণ পিডবলু১/১৪ এবং প্রসারণ পিডবলু ১/১৫ হিসাবে প্রদর্শিত সাইট প্ল্যানে দেখানো হয়েছে, ৩১.০৫.২০১৬ তারিখে বা তার আগে বাদীর কাছে হস্তান্তর করবে।

মামলাটি আপোষমুক্ত বলে নিষ্পত্তির জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

ব্রিগেডিয়ার গুরবক্ষ সিং এবং শ্রী শশী মোহন কাপুরের বক্তব্য পৃথকভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তাদের নিজ নিজ আইনজীবী তাদের শনাক্ত করেছেন।

শোনা অনুধাবন করা হয়েছে। বিবেচিত।

মনে হচ্ছে বিবৃতিগুলি স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়েছে এবং গৃহীত হয়েছে।

উভয় পক্ষই তাদের নিজ নিজ বক্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ থাকবে।

জমা দেওয়ার পাশাপাশি উভয় পক্ষের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, মামলাটি আপস হিসাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অনুরোধ অনুযায়ী আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি উভয় পক্ষকে দেওয়া হবে।

আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পরে, ফাইলটি রেকর্ড রুমে পাঠানো হবে।"

১১) ২৭.০৫.২০১৬ তারিখে, উত্তরদাতা দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (এরপরে "কোড" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৫১ এর সাথে পঠিত ধারা ১৪৮ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন এবং স্যুট হাউস খালি করার জন্য সময় বাড়ানোর জন্য সেখানে প্রার্থনা করেছিলেন। চিকিৎসার কারণে মামলা ঘরটি খালি করার জন্য সময় বৃদ্ধি চাওয়া হয়েছিল।

১২) ০৯.০৬.২০১৬ তারিখের আদেশে, বিচার আদালত উক্ত আবেদনটি মঞ্জুর করে এবং উত্তরদাতাকে ১৫.০৭.২০১৬ পর্যন্ত মামলা ঘর খালি করার জন্য সময় দেয়। উত্তরদাতাকে ভাড়ার বকেয়া পরিশোধ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।

১৩) ১৫.০৭.২০১৬-এ মামলা ঘর খালি করার পরিবর্তে, উত্তরদাতা ১৮.০৭.২০১৬-এ আরেকটি আবেদন দায়ের করেন এবং মামলা ঘর খালি করার জন্য আরও সময় চেয়েছিলেন। বিচার আদালত, ০৮.০৮.২০১৬ তারিখের আদেশে, এই আবেদনটি খারিজ করে দেয় এবং মামলা ঘর খালি করার জন্য সময় বাড়াতে অস্বীকার করে। এই আবেদন খারিজ হওয়ার ফলে, উত্তরদাতা অবিলম্বে মামলা ঘর খালি করার জন্য একটি আইনি বাধ্যবাধকতার অধীনে ছিলেন।

১৪) যেহেতু উত্তরদাতা মামলা ঘর খালি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আপিলকারীকে মামলা বাড়ির খালি দখল অর্জনের জন্য উত্তরদাতার বিরুদ্ধে ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি ডিক্রি কার্যকর করার জন্য নির্বাহী আবেদন (৫৬৫৫/২০১৬) দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

১৫) নির্বাহী আদালত, তারিখের ৩০.০৯.২০১৬ আদেশের মাধ্যমে, স্যুট হাউসের বিষয়ে উত্তরদাতা/রায় দেনাদারের বিরুদ্ধে দখলের পরোয়ানা জারি করে। যেহেতু উত্তরদাতা ডিক্রি কার্যকর করতে বাধা দিয়েছিলেন, তাই আপিলকারী উত্তরদাতার কাছ থেকে স্যুট হাউসের দখল পাওয়ার জন্য তাকে পুলিশ সহায়তা দেওয়ার জন্য নির্বাহী আদালতে আবেদন করেছিলেন। ইতিমধ্যে, বিচারের ঋণগ্রহীতা বর্তমান উত্তরদাতাকে মূল ভাড়াটিয়ার আইনী প্রতিনিধি হিসাবে রেখে মারা যান।

১৬) ১৮.১০.২০১৬ এবং ২৩.০৭.২০১৮ তারিখে, বিবাদী চারটি আবেদন দাখিল করেছেন। একটি আদেশ পর্যালোচনার জন্য বিধির ধারা ১১৪ এবং ১৫১ সহ পঠিত আদেশ ৪৭ এর অধীনে ছিল; দ্বিতীয়টি বিধির আদেশ ২১ বিধি ১১(২) এবং ২৬ সহ পঠিত ধারা ৪৭ এবং ১৫১-এর অধীনে ছিল; তৃতীয়টি বিধির ধারা ১১৪ এবং ১৫১ সহ পঠিত আদেশ ৪৭ এর অধীনে ছিল; এবং চতুর্থটি বিধির ধারা ১৫১ এর অধীনে ছিল। বিধির আদেশ ১ বিধি ১০ এর অধীনে একজন শ্রী মনমোহন কাপুর একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন।

১৭) এই আবেদনগুলি ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশের কার্যকারিতাকে বাতিল এবং অকার্যকর হিসাবে বিরোধিতা করার জন্য দায়ের করা হয়েছিল। এই আবেদনগুলিতে উত্তরদাতা মূলত নিম্নলিখিত তিনটি ভিত্তি উত্থাপন করেছেন।

১৮) প্রথম কারণটি ছিল যে, আপীলকারী উত্তরদাতার কাছ থেকে বস্তুগত তথ্য গোপন করে ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশটি পেয়েছিলেন, যা তাঁর মতে, জালিয়াতির প্রকৃতির ছিল। দ্বিতীয় কারণটি ছিল যে, ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশটি পাস করার পরে বিচার আদালত কোনও ডিক্রি দেয়নি; এবং তৃতীয় কারণটি ছিল যে, যে মামলায় ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশটি পাস করা হয়েছিল, তা দিল্লি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনের ৫০ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রক্ষণযোগ্য ছিল না। আপীলকারী উত্তরদাতার উত্থাপিত তিনটি কারণ অস্বীকার করে পূর্বোক্ত আবেদনগুলিতে তার উত্তর দাখিল করেছিলেন।

১৯) ২২.১০.২০১৮ তারিখের আদেশে, নির্বাহী আদালত বিবাদীর (রায়দাতার) দায়ের করা আবেদনগুলি খারিজ করে দেয়। নির্বাহী আদালত রায় দেয় যে বিবাদী কেবল ০১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশ কার্যকর না করার জন্য বিলম্বের কৌশল অবলম্বন করছে। নির্বাহী আদালত বিবাদীর উত্থাপিত প্রতিটি আপত্তির নিষ্পত্তি করে এবং এর কোনওটিতেই কোনও যুক্তি খুঁজে পায়নি। নির্বাহী আদালত রায় দেয় যে উত্তরদাতা মামলা ঘর খালি করার জন্য দুবার সময় নেওয়ার পরে আদালতের আদেশকে সম্মান করেনি এবং তাই, তার আবেদন এবং শ্রী মনোমোহন কাপুরের আবেদন খারিজ করার সময়, তাদের প্রত্যেকের উপর ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে এবং আপিলকারীকে ৫০% এবং বাকি ৫০% দিল্লি আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০) উত্তরাদাতা ক্ষুব্ধ বোধ করেন এবং দিল্লি হাইকোর্টে প্রথম আপিল দায়ের করেন। অপ্রস্তুত আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট আপিল মঞ্জুর করে এবং ২২.১০.২০১৮ তারিখের নির্বাহী আদালতের দেওয়া আদেশ বাতিল করে। হাইকোর্ট বলেছে যে, যেহেতু ১.০৬.২০১২ তারিখে সম্মতি আদেশ দেওয়ার পর বিচার আদালত আনুষ্ঠানিক ডিক্রি তৈরি করেনি, তাই আপিলকারী (ডিক্রিধারক) কর্তৃক দায়ের করা মৃত্যুদণ্ডের আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। তবে, হাইকোর্ট আপিলকারী (ডিক্রিধারক) কে ১.০৬.২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশের শর্তে ডিক্রি তৈরির জন্য বিধির ১৫২ ধারার অধীনে বিচার আদালতে আবেদন করার স্বাধীনতা দিয়েছে। আপিলকারী (ডিক্রিধারক) হাইকোর্টের এই আদেশে সংক্ষুব্ধ বোধ করেছেন এবং এই আদালতে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে বর্তমান আপিল দায়ের করেছেন।

২১) সুতরাং, এই আবেদনে বিবেচনার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল হাইকোর্ট উত্তরদাতার (বিচার ঋণদাতার) আবেদন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা এবং এর ফলে এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল যে আবেদনকারীর (৫৬৫৫/২০১৬) দায়ের করা নির্বাহীর আবেদনটি ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশ পাস করার পরে আদালত কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ডিক্রি তৈরি না করার কারণে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না।

২২) আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী হুজেফা আহমাদী এবং উত্তরদাতার পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী সুশ্রী ঐশ্বরিয়া ভাটি-কে শুনেছি।

২৩) পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর এবং মামলার নথি পর্যালোচনার পরে, আমরা আপিলের অনুমতি দিতে, বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করতে এবং নীচে উল্লিখিত পরিবর্তন সহ বিচার আদালতের আদেশ পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী।

২৪) আমাদের মতে, হাইকোর্টের এই রায় সঠিক ছিল না যে, একটি আনুষ্ঠানিক ডিক্রি টানা বা/এবং দাখিল না করার অভাবে, আপিলকারীর (ডিক্রি ধারক) ০১/০৬/২০১২ তারিখের সম্মতি আদেশের ভিত্তিতে নির্বাহীর আবেদন দায়ের করার কোনও অধিকার ছিল না। আমাদের দৃষ্টিতে, হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তটি নীচে বর্ণিত কারণগুলির জন্য আইনত টেকসই নয়।

২৫) এই ক্ষেত্রে বিষয়টি বিধির আদেশ ২০ বিধি ৬, আদেশ ২০ বিধি ৬ক, আদেশ ২০ বিধি ৭, আদেশ ২১ বিধি ১১(২) এবং (৩) এবং আদেশ ২৩ বিধি ৩ এর আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

"আদেশ ২০ বিধি ৬

ডিক্রির বিষয়বস্তু (১) ডিক্রিটি রায়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে; এতে মামলার নম্বর, পক্ষগুলির নাম ও বর্ণনা, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানা এবং দাবির বিবরণ থাকবে এবং মামলার প্রদত্ত প্রতিকার বা অন্যান্য সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

(২) ডিক্রিতে মামলায় কত খরচ হয়েছে এবং কে বা কোন সম্পত্তি থেকে এবং কোন অনুপাতে এই খরচ পরিশোধ করতে হবে তাও উল্লেখ থাকবে।

(৩) আদালত নির্দেশ দিতে পারে যে, এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষকে প্রদেয় খরচ একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধার্য করা হবে, যিনি প্রথম পক্ষের থেকে পরের পক্ষের কাছে প্রদেয়।

আদেশ ২০ বিধি ৬ক

ডিক্রি প্রস্তুতকরণ-(১) যত দ্রুত সম্ভব এবং যে কোন ক্ষেত্রে, রায় ঘোষণার তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে ডিক্রিটি যাতে তৈরি করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হবে।

(২) ডিক্রিটির একটি অনুলিপি না রেখে ডিক্রিটির বিরুদ্ধে আপিল করা যেতে পারে এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক পক্ষকে উপলব্ধ করা অনুলিপিটি আদেশ XLI-এর নিয়ম ১-এর উদ্দেশ্যে ডিক্রি হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে ডিরি টানা হওয়ার সাথে সাথেই রায় কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ডিক্রিটির প্রভাব থাকবে না।

আদেশ ২০ বিধি ৭

ডিক্রিটির তারিখ-ডিক্রিটি যেদিন রায় ঘোষণা করা হয়েছিল সেই তারিখটি বহন করবে এবং বিচারক যখন নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন যে ডিক্রিটি রায় অনুসারে তৈরি করা হয়েছে, তখন তিনি ডিক্রিটিতে স্বাক্ষর করবেন।

আদেশ ২১ বিধি ১১(২)

লিখিত আবেদন-উপ-নিয়ম (১) দ্বারা অন্যথায় সরবরাহ করা ব্যতীত, ডিক্রি কার্যকর করার জন্য প্রতিটি আবেদন লিখিতভাবে, আবেদনকারী বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং যাচাই করা হবে যা আদালতের সন্তুষ্টির সাথে প্রমাণিত হয় যে মামলার তথ্যগুলির সাথে পরিচিত, এবং একটি ট্যাবুলার আকারে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি ধারণ করবে, যথা-

(ক) মামলার সংখ্যা;

(খ) দলগুলির নাম;

(গ) ডিক্রিটির তারিখ;

(ঘ) ডিক্রি থেকে কোনও আপিল করা হয়েছে কিনা;

(ঙ) কোনও, এবং (যদি থাকে) কী, বিতর্কে থাকা বিষয়টির অর্থ প্রদান বা অন্যান্য সমন্বয় পক্ষগুলির মধ্যে পরবর্তীকালে ডিক্রিটিতে করা হয়েছে;

(চ) ডিক্রি কার্যকর করার জন্য পূর্বে কোন আবেদন করা হয়েছে কিনা, এবং (যদি থাকে) তাহলে, এই ধরনের আবেদনের তারিখ এবং তাদের ফলাফল;

(ছ) ডিক্রির উপর প্রদেয় সুদ (যদি থাকে) সহ পরিমাণ, অথবা এর ফলে প্রদত্ত অন্যান্য প্রতিকার, ডিক্রি কার্যকর করার তারিখের আগে বা পরে প্রদত্ত যেকোনো পাল্টা-ডিক্রির বিবরণ সহ;

(জ) প্রদত্ত খরচের পরিমাণ (যদি থাকে);

(ঝ) যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রি কার্যকর করার আবেদন করা হয়েছে তার নাম; এবং

(ঞ) যে পদ্ধতিতে আদালতের সহায়তা প্রয়োজন হয়-

(i) নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত কোনও সম্পত্তি সরবরাহের মাধ্যমে;

(ii) সংযুক্তি দ্বারা, অথবা সংযুক্তি এবং বিক্রয় দ্বারা, অথবা কোনও সম্পত্তির সংযুক্তি ছাড়াই বিক্রয় দ্বারা;

(iii) কোন ব্যক্তির গ্রেফতার এবং কারাগারে আটকের মাধ্যমে;

(iv) একজন রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে;

(v) অন্যথায়, প্রদত্ত ত্রাণের প্রকৃতির প্রয়োজন হতে পারে।

আদেশ ২৩ বিধি ৩

মামলার আপোষ-যেখানে আদালতের সন্তুষ্টির জন্য প্রমাণিত হয় যে কোনও মামলা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনও আইনী চুক্তি বা আপোষ দ্বারা লিখিতভাবে এবং পক্ষগুলির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছে বা যেখানে উত্তরদাতা পুরো বা মামলার বিষয়ের কোনও অংশের ক্ষেত্রে বাদীকে সন্তুষ্ট করে, আদালত সেই চুক্তি, আপোষ সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করার আদেশ দেবে এবং তদনুসারে একটি ডিক্রি পাস করবে যতদূর পর্যন্ত এটি মামলার পক্ষগুলির সাথে সম্পর্কিত, চুক্তির বিষয় হোক বা না হোক, আপোষ বা সন্তুষ্টি মামলার বিষয়ের মতোই।"

২৬) বিধির আদেশ ২০ বিধি ৬ ডিক্রিটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে এবং বিধান করে যে ডিক্রিটি রায়ের সাথে একমত হবে, এতে মামলার সংখ্যা, পক্ষগুলির নাম ও বিবরণ, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানা এবং দাবির বিশদ বিবরণ, মঞ্জুরকৃত ত্রাণ বা মামলায় করা অন্য কোনও নির্ধারণ, মামলায় ব্যয় করা ব্যয়ের পরিমাণ এবং কার দ্বারা বা কোন সম্পত্তি থেকে এবং কোন অনুপাতে ব্যয় প্রদান করা হবে। বিধি ৬ক ডিক্রি প্রস্তুতির সাথে সম্পর্কিত। এতে বলা হয়েছে যে, যত দ্রুত সম্ভব এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, রায় ঘোষণার তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে ডিক্রিটি তৈরি করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি প্রচেষ্টা করা হবে।

বিধির আদেশ ২০ এর বিধি ৬ক (২) বলছে যে ডিক্রির অনুলিপি দাখিল না করেই ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যেতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক পক্ষকে উপলব্ধ করা অনুলিপিটি আদেশ ৪১ এর বিধি ১ এর উদ্দেশ্যে ডিক্রি হিসাবে গণ্য হবে, তবে ডিক্রি জারি হওয়ার সাথে সাথেই রায়টি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ডিক্রির প্রভাব বন্ধ করে দেবে।

২৭) আমাদের পর্যালোচিত মতে, যদিও বিধির আদেশ ২০-এর বিধি ৬ক (২) রায়ের সাথে ডিক্রিটির অনুলিপি সংযুক্ত না করে আপিল দায়ের করার সাথে সম্পর্কিত এবং আরও ডিক্রি তৈরি না করার পরিণতি সরবরাহ করে, আমাদের মতে, বিধি ৬ক (২)-তে বর্ণিত নীতিটি বিধির আদেশ ২১ বিধি ২-এর অধীনে নির্বাহীর আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।

২৮) আদেশ ২০ বিধি ৭ ডিক্রিটির তারিখ নিয়ে আলোচনা করে। এটি বলে যে ডিক্রিটি সেই তারিখ বহন করবে যেদিন রায় ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বিচারক যখন নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন যে ডিক্রিটি রায় অনুসারে তৈরি করা হয়েছে, তখন তিনি ডিক্রিটিতে স্বাক্ষর করবেন।

২৯) আদেশ ২১ বিধি ১১ (২), যা ডিক্রি কার্যকর করার সাথে সম্পর্কিত, এতে বলা হয়েছে যে ডিক্রি ধারককে কেবল অন্যান্য বিবরণ সহ রায় এবং ডিক্রি কার্যকর করার আবেদনে ডিক্রিটির বিবরণ দিতে হবে [ধারা (ক) থেকে (ঞ) দেখুন]

৩০) একইভাবে, বিধির আদেশ ২১ বিধি ১১ (৩) এ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে আদালত ডিক্রি ধারককে ডিক্রিটির একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি দেখাতে "চাইতে পারে"। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে কার্যকর আবেদনের সাথে ডিক্রিটির একটি অনুলিপি দাখিল করার প্রয়োজন নেই যদি না আদালত ডিক্রি ধারককে ডিক্রিটির একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করার নির্দেশ দেয়।

৩১) অতএব, উপরোক্ত আলোচনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে, যখনই ডিক্রিধারী কোনও ডিক্রি কার্যকর করার জন্য আবেদন করবেন, তখন তাঁকে তিনটি বিষয় মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।

৩২) প্রথমত, বিধির আদেশ ২১ বিধিস ১০ এবং ১১ (২)-এর অধীনে দাখিল করা লিখিত আবেদনটি আবেদনকারী বা মামলার তথ্যের সাথে পরিচিত যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং যাচাই করা আবশ্যক যাতে আদালত সন্তুষ্ট হয়; দ্বিতীয়ত, আবেদনে অবশ্যই বিশদ বিবরণ থাকতে হবে, যা বিধির বিধি ১১ (২)-এর ধারা (ক) থেকে (ঞ)-তে নির্দিষ্ট করা আছে, যার মধ্যে রায় এবং ডিক্রি-র তারিখ উল্লেখ রয়েছে; এবং তৃতীয়ত, ডিক্রি-র প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করা, যদি আদালত ডিক্রি ধারককে বিধির আদেশ ২১ বিধি ১১ (৩)-এর অধীনে এটি ফাইল করতে বলে।

৩৩) এখানে আমরা আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর অনুরোধের পরবর্তী বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশটি কোডের ৩৬ ধারা অনুসারে কার্যকর হতে পারে এবং তাই, হাইকোর্টের ডিক্রি জারি করা প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক ছিল না।

৩৪) যুক্তিটি একাধিক কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। এটি সত্য যে কিছু আদেশ রয়েছে, যা ডিক্রি প্রকৃতির এবং তাই কার্যকর হতে সক্ষম তবে এই ক্ষেত্রে বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হ 'ল বিধির আদেশ ২৩ বিধি ৩ এর অধীনে পাস করা আদেশটি এমন একটি আদেশ কিনা। আমাদের মতে, এটি নয়।

৩৫) প্রথমত, বিধির আদেশ ২৩ বিধি ৩-এর ভাষা আবেদনকারীর জন্য অভিযুক্ত প্রবীণ আইনজীবীর অনুরোধ করা প্রকৃতির কোনও আদেশ পাস করাকে স্বীকার করে না; দ্বিতীয়ত, বিধির আদেশ ২৩ বিধি ৩-এ ঘটে যাওয়া "আদালত এই ধরনের চুক্তি, আপোষ বা সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করার আদেশ দেবে এবং সেই অনুযায়ী একটি ডিক্রি পাস করবে" অভিব্যক্তিটি স্পষ্টভাবে বোঝায় যে, আপোষ নথিভুক্ত করার পরে সেই অনুযায়ী আরও একটি ডিক্রি পাস করা প্রয়োজন।

৩৬) অন্য কথায়, "এবং সেই অনুসারে একটি ডিক্রি পাস করবে" অভিব্যক্তিটি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে আদালত কর্তৃক সমঝোতা নথিভুক্ত হওয়ার পরে, এটি "একটি ডিক্রি পাস" করতে এগিয়ে যাবে। সুতরাং, নিয়মটি বিবেচনা করে, প্রথমে সমঝোতার রেকর্ডিং একটি আদেশ এবং তারপরে একই সাথে আদেশ অনুসারে একটি ডিক্রি পাস করে।

৩৭) বিধির আদেশ ২৩ বিধি ৩-এর স্পষ্ট ভাষার আলোকে, আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর এই বক্তব্য গ্রহণ করা সম্ভব নয় যে ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশটি নিজেই একটি ডিক্রি এবং তাই, আদালতের ডিক্রি জারি করার প্রয়োজন নেই।

এই অভিপ্রায় থাকলে, আইনসভা "এই অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করত না এবং বিধির আদেশ ২৩ বিধি ৩ অনুসারে একটি ডিক্রি পাস করত।

৩৮) এটি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে নিয়ে যায় যদিও উচ্চ আদালত যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়নি।

৩৯) উপরে উল্লিখিত হিসাবে, নির্বাহক আদালত ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদনগুলি খারিজ করে দেয় যার ফলে মামলাটি দখলের পরোয়ানা জারি করা হয়। উচ্চ আদালত, বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, নির্বাহক আদালতের আদেশটি খারিজ করে দেয় এবং নির্বাহীর আবেদনটি রক্ষণযোগ্য নয় বলে খারিজ করে দেয়। তবে, হাইকোর্ট তখন এই প্রশ্নটি পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেনি যে নির্বাহক আদালত উত্তরদাতার আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল কিনা।

৪০) অতএব, আমরা নির্বাহক আদালতের আদেশটি পর্যালোচিত করেছি। এটি পর্যালোচিত হওয়ার পরে, আমরা বিবেচনা করি যে নির্বাহক আদালত তার আবেদনে উত্তরদাতার উত্থাপিত আপত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল এবং তাই, নির্বাহক আদালতের সেই ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও উপযুক্ত ভিত্তি খুঁজে পায় না।

৪১) আমাদের দৃষ্টিতে, উত্তরদাতার দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি তুচ্ছ ছিল এবং শুধুমাত্র সমঝোতার ডিক্রি কার্যকর করা এড়ানোর লক্ষ্যে উত্থাপিত হয়েছিল। উত্তরদাতার দ্বারা উত্থাপিত কোনও আপত্তি সম্মতি আদেশ পাস হওয়ার পরে প্রবেশ করা যায়নি। কোনও ক্ষেত্রেই, উত্তরদাতার দ্বারা উত্থাপিত কোনও আপত্তির যোগ্যতার ভিত্তিতে কোনও উপাদান ছিল না এবং তাই, নির্বাহক আদালত দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যার সাথে আমরা একমত। আমাদের দৃষ্টিতে, উত্তরদাতা মামলা ঘর খালি করার জন্য দু 'বার সময় নিয়েছিলেন এবং তবুও প্রদত্ত অঙ্গীকার মেনে চলেন না, এই আদালত উত্তরদাতার এই ধরনের আচরণকে সমর্থন করতে পারে না। এটি নিন্দনীয়।

৪২) এটি আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে নিয়ে যায়, যথা, আপিলকারীর দায়ের করা নির্বাহীর আবেদনের সাথে ডিক্রিটির অনুলিপি দাখিল না করার প্রভাব কী। আমাদের দৃষ্টিতে, যদিও আপিলকারী নির্বাহীর আবেদনের সাথে ডিক্রিটির প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করেননি কারণ এটি আদালত কর্তৃক পাস হয়নি, তবুও আপিলকারীর দায়ের করা নির্বাহীর আবেদনটি আমাদের দৃষ্টিতে রক্ষণযোগ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে, যতক্ষণ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ডিক্রিটি পাস না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশটি কোডের আদেশ ২০ বিধি ৬ক (২) অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে একটি ডিক্রি হিসাবে বিবেচিত হবে।

অন্য কথায়, ডিক্রিটি পাস না হওয়া সত্ত্বেও, বিধির আদেশ ২০ বিধি ৬ক (২)-তে বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে, ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশটি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক ডিক্রিটি প্রকৃত পাস করার তারিখ পর্যন্ত একটি ডিক্রি প্রভাব ফেলেছিল। এটি কার্যকরকারী আদালতকে নির্বাহীর আবেদনটি গ্রহণ করার এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে উত্তরদাতার উত্থাপিত আপত্তিগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়।

৪৩) এটি আমাদের শেষ পয়েন্টটি পরীক্ষা করতে নিয়ে যায় যে হাইকোর্ট আপিলকারীকে ডিক্রি আঁকার জন্য বিধির ১৫২ ধারার অধীনে আবেদন করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা।

৪৪) আমাদের মতে, যদিও হাইকোর্ট আপিলকারীকে ডিক্রি আঁকার জন্য আদালতে আবেদন করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল, কিন্তু বিধির ১৫২ ধারার অধীনে আবেদন করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না।

৪৫) বিধির ১৫২ ধারাটি রায়, ডিক্রি বা আদেশের সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত। এটি বিধান করে যে রায়, ডিক্রি বা আদেশে যে কোনও ধর্মীয় বা গাণিতিক ভুল বা কোনও দুর্ঘটনাজনিত স্লিপ বা বাদ দেওয়া থেকে উদ্ভূত ত্রুটি যে কোনও সময় আদালত তার নিজস্ব প্রস্তাব বা যে কোনও পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে সংশোধন করতে পারে। আদেশ ২০ বিধি ৩ এও সরবরাহ করে যে রায়টি ধারা ১৫২ এর অধীনে বা পর্যালোচনায় পরিবর্তন বা যুক্ত করা যেতে পারে।

৪৬) আমাদের মতে, বিধির ১৫২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অবশ্যই দুটি শর্ত উপস্থিত থাকতে হবে। প্রথমত, একটি রায় বা ডিক্রি বা একটি আদেশ থাকতে হবে, যা মামলা হিসাবে হতে পারে, এবং দ্বিতীয়ত, রায় বা ডিক্রি বা আদেশ, যা ক্ষেত্রেও হতে পারে, তার সংশোধনের জন্য কোনও কেরানি বা গাণিতিক ত্রুটি থাকতে হবে। অন্য কথায়, বিধির ১৫২ ধারায় বিবেচনা করা হয় যে আদালত রায়, ডিক্রি বা আদেশ পাস করেছে এবং এতে কেরানি বা গাণিতিক ত্রুটি রয়েছে।

৪৭) এই ধরনের রায়, ডিক্রি বা আদেশের যে কোনও পক্ষের, যে কোনও ক্ষেত্রে, রায়, ডিক্রি বা আদেশের যে কোনও গাণিতিক বা/এবং কেরানী ত্রুটির সংশোধনের জন্য বিধির ১৫২ ধারার অধীনে যে কোনও সময় সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করার অধিকার রয়েছে।

৪৮) এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, যে আদালত মামলাটি নিষ্পত্তি করেছে, সেই আদালত ডিক্রিটি তৈরি করেনি, বরং কেবল আদেশটি পাস করেছে। এই পরিস্থিতিতে, ডিক্রিধারককে ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশ অনুসারে ডিক্রি জারির জন্য বিধির ধারা ১৫১ এবং আদেশ ২০ বিধি ৬ক এর অধীনে আদালতে আবেদন করতে হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা ০১.০৬.২০১৮ তারিখের আদেশের সমাপ্তি প্যারায় দেখতে পাই যে আদালত ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। অতএব, এই পরিস্থিতিতে আদালতের পক্ষে একই দিনে বা যে কোনও ক্ষেত্রে একই সাথে আদেশ ২০ বিধি ৬ক-তে প্রদত্ত ১৫ দিনের মধ্যে একটি ডিক্রি আঁকা উচিত ছিল।

৪৯) যাই হোক না কেন, এটি একটি পদ্ধতিগত বিষয়, যদিও এটি করা হয়নি, তবুও নির্বাহীর আবেদন দায়ের করার পরে ডিক্রি লেখার জন্য আপীলকারী (ডিক্রি ধারক)-এর অনুরোধে আদালত একই কাজ করতে পারে।

৫০) এটি আমাদের শেষ প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে নিয়ে যায় যে, কার্যকরকারী আদালত তাদের বিরুদ্ধে ডিক্রি কার্যকর করা এড়াতে তুচ্ছ আপত্তি উত্থাপন করে আবেদন দাখিল করার জন্য উত্তরদাতার উপর ৫ লক্ষ টাকা খরচ আরোপ করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল কি না। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, কার্যকরকারী আদালত উত্তরদাতার আপত্তি প্রত্যাখ্যান করার সময় উত্তরদাতার উপর ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ খরচ আরোপ করে। আমাদের দৃষ্টিতে, যদিও আমরা দেখতে পাই যে এটি খরচ আরোপের জন্য উপযুক্ত মামলা কিন্তু ৫ লক্ষ টাকা খরচ আরোপ করা অত্যধিক

৫১) আমরা উপরে যে মামলাটি আলোচনা করেছি তার সমস্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমরা বিধির ৩৫-ক ধারার অধীনে উত্তরদাতার উপর ৫০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণমূলক খরচ আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত এবং যথাযথ বলে মনে করি। এই আদেশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে উত্তরদাতার দ্বারা আপীলকারীকে এটি প্রদান করা হোক।

৫২) অতএব, আমাদের এই বিবেচিত মতামত যে হাইকোর্ট এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না যে নির্বাহীর আবেদনটি নিজেই রক্ষণযোগ্য নয়। হাইকোর্ট যদিও আপিলকারীকে একটি ডিক্রি প্রণয়নের জন্য কল্পিত আদালতে আবেদন করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল কিন্তু হাইকোর্ট আপিলকারীকে বিধির ১৫২ ধারার অধীনে এটি প্রয়োগ করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না।

৫৩) পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা মনে করি যে আপিলকারীর দায়ের করা নির্বাহীর আবেদনটি রক্ষণযোগ্য এবং তাই, উপরে উল্লিখিত দুটি পরিবর্তন ব্যতীত উত্তরদাতার উত্থাপিত আপত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করে নির্বাহক আদালত যথাযথভাবে অনুমতি দিয়েছিল।

৫৪) আপিলকারীকে এতদ্বারা আদেশ ২০, বিধি ৬(ক) সহ পঠিত বিধির ধারা ১৫১-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করার জন্য দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া হচ্ছে, যাতে তিনি কোডের আদেশ ২৩, বিধি ৩ এর অধীনে প্রদত্ত ০১.০৬.২০১২ তারিখের আদেশ অনুসারে একটি ডিক্রি জারি করার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন।

এই মামলার অদ্ভুত পরিস্থিতিতে, আমরা আশা করব যে আদালত কোনও বিলম্ব ছাড়াই ডিক্রি পাস করবে এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, আপিলকারীর দ্বারা আবেদনটি সরানোর এক সপ্তাহের মধ্যে ডিক্রিটি আঁকবে। এটিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির ডিক্রি পাস করা এবং আঁকার কাজটি কোনও আদালত দ্বারা গ্রহণ করা হবে না, সেই বিষয়ে কোনও আপত্তি বা বিরোধ কোনও আদালত দ্বারা গ্রহণ করা হবে না। একবার ডিক্রি তৈরি হয়ে গেলে এবং আদেশ ২১ বিধি ১১ (২) (গ)-এর অধীনে প্রদত্ত কার্যকর আবেদনে এর বিশদ বিবরণ নির্দিষ্ট হয়ে গেলে এবং আদালতের প্রয়োজন হলে, বিধির আদেশ ২১ বিধি ১১ (৩)-এর পরিপ্রেক্ষিতে ডিক্রিটির প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করা হলে, উপরের সংশোধন সহ নির্বাহী আদালতের তারিখ ২২.১০.২০১৮-এর আদেশ, ব্যয়ের পরিমাণের পরিমাণ উত্তরদাতার বিরুদ্ধে কার্যকর করা হবে।

৫৫) উপরোক্ত পদ্ধতিগত কার্যধারা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হোক। তবে, আবেদনকারীকে মামলা বাড়ির দখল সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত ভাড়ার সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করার পরে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পরে উত্তরদাতাকে মামলাকৃত ঘর খালি করার জন্য এক মাসের সময় দেওয়া হয়।

৫৬) পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলটি সফল হয় এবং সেই অনুযায়ী অনুমোদিত হয়। বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা হয় যেখানে নির্বাহক আদালতের আদেশটি উপরে উল্লিখিত পরিমাণে সংশোধন করা হয়,

দিব্যা পান্ডে আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen